আপনি কি একই সাথে

দুইটা বাস্তবতায় বেঁচে আছেন?

(Parallel Reality & Consciousness Theory)

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

আপনি কি একই সাথে দুইটা বাস্তবতায় বেঁচে আছেন?

Parallel Reality & Consciousness Theory

ভূমিকা

একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি। এই মুহূর্তে আপনি যেটাকে নিজের জীবন মনে করছেন, সেটাই কি আপনার পুরো অস্তিত্ব? নাকি আপনার ভেতরে এমন একটা অদৃশ্য জীবন চলছে, যেটা আপনি কাউকে বোঝাতে পারেন না? কখনো কি এমন হয়েছে—সব ঠিক থাকার পরও বুকের ভেতর হঠাৎ অজানা ভয় নেমে এসেছে? কখনো কি মনে হয়েছে, আপনি যেন এই দুনিয়ায় থেকেও পুরোপুরি এখানে নেই? এই অনুভূতিগুলো কাকতালীয় না। এগুলো সংকেত। আজকের এই ভিডিও শেষ না করা পর্যন্ত আপনি বুঝতেই পারবেন না—আপনি কি সত্যিই এক বাস্তবতায় বেঁচে আছেন, নাকি একই সাথে দুইটা বাস্তবতার ভেতর দিয়ে চলাচল করছেন।

উপস্থাপক পরিচিতি

আমি হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির, আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল। আজ আমি কোনো সিনেমার গল্প বলছি না, কোনো কল্পবিজ্ঞান নয়। আমি বলছি কুরআনের ইশারা, ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আর মানুষের নিজের জীবনের নীরব কিন্তু ভয়ংকর বাস্তবতার কথা।

অধ্যায় ১: মানুষ কি সত্যিই এক বাস্তবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

মানুষ সাধারণত ধরে নেয়—এই দুনিয়াই সব। যা চোখে দেখা যায়, যা হাতে ধরা যায়, সেটাই বাস্তব। কিন্তু মানুষ যখন গভীরে তাকায়, তখন এই ধারণা ভেঙে যেতে শুরু করে। কারণ মানুষ হাসতে হাসতে কাঁদে, নিশ্চিন্ত অবস্থায় ভয় পায়, ভিড়ের মাঝে নিজেকে একা মনে করে। এই

অনুভূতিগুলো যদি বাস্তব না হয়, তাহলে এগুলো মানুষের জীবনকে এত গভীরভাবে নাড়ায় কেন? ইসলাম মানুষকে শুধু দেহ হিসেবে ব্যাখ্যা করেনি। কুরআন বলে—মানুষ দেহ, নফস আর রুহের সমন্বয়। দেহ থাকে এই দৃশ্যমান জগতে, নফস অনুভব করে ভালো-মন্দ, আর রুহ যুক্ত থাকে এমন এক বাস্তবতার সাথে, যেটা চোখে দেখা যায় না। আপনি যখন জানেন সব ঠিক আছে, তবুও অশান্ত লাগে—তখন আপনার দেহ এক বাস্তবতায়, কিন্তু রুহ অন্য বাস্তবতার চাপ অনুভব করছে। এখান থেকেই বোঝা যায়—মানুষের অস্তিত্ব এক স্তরে সীমাবদ্ধ না।

অধ্যায় ২: চেতনা কেন বাস্তবতার সবচেয়ে বড় দরজা

একই পৃথিবীতে থেকেও মানুষ বাস্তবতাকে একভাবে দেখে না। একজন মানুষ সামান্য সমস্যায় ভেঙে পড়ে, আরেকজন একই পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কারণ বাস্তবতা ঘটনা না, বাস্তবতা হলো চেতনার প্রতিফলন। ইসলাম বলে—চোখ অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় অন্তর। যার চেতনা ভারী, সে সত্য দেখেও বুঝতে পারে না। চেতনা যখন শুধু দুনিয়ার ভারে আটকে থাকে, তখন মানুষ শুধু বস্তুগত বাস্তবতা দেখে। কিন্তু চেতনা যখন একটু পরিষ্কার হয়, তখন মানুষের অনুভূতি গভীর হতে শুরু করে। তখন সে এমন সব সংকেত টের পায়, যেগুলোর কোনো দৃশ্যমান রূপ নেই। এই অনুভূতিগুলোই প্রমাণ করে—মানুষ একই সাথে একাধিক বাস্তবতার সংস্পর্শে আসে।

অধ্যায় ৩: স্বপ্ন—রুহের আরেকটি চলমান জীবন

স্বপ্নকে মানুষ অবহেলা করে, কিন্তু ইসলাম স্বপ্নকে গুরুত্ব দিয়েছে। নবী (সা.) বলেছেন—সৎ স্বপ্ন নবুয়তের অংশ। স্বপ্নের সময় আপনার দেহ বিছানায় থাকে, কিন্তু আপনার রুহ সক্রিয় থাকে। আপনি তখন এমন সব জায়গায় যান, যেখানে সময়ের নিয়ম নেই, দূরত্বের হিসাব নেই। আপনি

সেখানে ভয় পান, কথা বলেন, সিদ্ধান্ত নেন। ঘুম ভাঙার পরও সেই অনুভূতি থেকে যায়। যদি এটা কল্পনা হতো, তাহলে অনুভূতিটা এত বাস্তব হতো না। স্বপ্ন প্রমাণ করে—মানুষ একই সাথে এই দুনিয়ায়ও থাকে, আবার অন্য বাস্তবতায়ও যাতায়াত করে।

অধ্যায় ৪: দেজাভু—দুই বাস্তবতার সংঘর্ষ

হঠাৎ কোনো জায়গায় গিয়ে মনে হয়—এই দৃশ্যটা আমি আগেও দেখেছি। এই কথাটা আমি আগেও শুনেছি। মানুষ একে ভুল বলে পাশ কাটিয়ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে এটা রুহের স্মৃতি। রুহ সময়ের সীমায় বন্দি না। কখনো কখনো রুহ আগেই অন্য বাস্তবতায় কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেলে। পরে দেহ সেখানে পৌঁছালে মনে হয়—সব পরিচিত। এই মুহূর্তটা হলো দুই বাস্তবতার সংঘর্ষ বিন্দু, যেটা মানুষকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে দেয়।

অধ্যায় ৫: কবর—মৃত্যুর পরের জায়গা না, জীবিত অবস্থার বাস্তবতা

সাধারণ মানুষ কবর বলতে শুধু মৃত্যুর পরের অন্ধকার একটা জায়গা বোঝে। কিন্তু কুরআন ও ইসলামের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এত সরল না। কবর আসলে শুধু মাটির গর্ত নয়, কবর একটি অবস্থা, একটি বাস্তবতা। অনেক মানুষ জীবিত অবস্থাতেই কবরের বাস্তবতার ভেতর দিয়ে হেঁটে যায়, অথচ সে বুঝতে পারে না তার সাথে কী ঘটছে। হঠাৎ বুক ভারী হয়ে যাওয়া, অকারণ ভয়, গভীর শূন্যতা, নিঃশ্বাসে চাপ—এসব কাকতালীয় না। এগুলো সেই অবস্থার লক্ষণ, যখন মানুষের চেতনা নিচের স্তরে নেমে যায়। আপনি দেখবেন, কারো জীবন বাহ্যিকভাবে ঠিক আছে, তবুও সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে পড়ছে। কারণ তার দেহ এই দুনিয়ায় আছে, কিন্তু তার চেতনা কবরি বাস্তবতার চাপ অনুভব করছে। ইসলাম বলে, কবরের আজাব বা শান্তি শুধু মৃত্যুর পর শুরু হয় না, বরং তার বীজ এই জীবনেই রোপিত হয়। মানুষ

যখন নিজের রুহকে অবহেলা করে, তখন সে জীবিত থেকেও এক ধরনের অন্ধকার বাস্তবতায় ঢুকে পড়ে। এই কারণেই কবরকে শুধু ভবিষ্যতের বিষয় ভাবলে ভুল হবে; কবরের বাস্তবতা এখনই সক্রিয়।

অধ্যায় ৬: চেতনা শুদ্ধির সাধনা—পর্দা সরানোর শরিয়াহসম্মত পথ

এখন আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধনার কথা বলছি। এটা কোনো তান্ত্রিক পদ্ধতি না, কোনো বিপজ্জনক রিচুয়াল না। একদম শরিয়াহসম্মত এবং নিরাপদ। এই সাধনার উদ্দেশ্য অলৌকিক কিছু দেখা না, বরং চেতনাকে পরিষ্কার করা, যাতে মানুষ বাস্তবতাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই ওজু করবেন। তারপর নিরিবিলি জায়গায় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়বেন। নামাজ শেষে কিবলামুখী হয়ে বসবেন, শরীর ও মন শান্ত রাখবেন।

প্রথমে ১১ বার দরুদ শরিফ পড়বেন, যেন অন্তর নরম হয়। এরপর ধীরে ধীরে, মনোযোগ সহকারে ১০০ বার "ইয়া নূর" পাঠ করবেন। প্রতিবার পাঠের সময় মনে মনে কল্পনা করবেন—আল্লাহর নূর আপনার বুকের ভেতরের ভার, অন্ধকার আর ভয় ধুয়ে দিচ্ছে। শেষে দুই হাত তুলে খুব সাধারণ ভাষায় বলবেন, "হে আল্লাহ, আমাকে সত্য বুঝার যোগ্যতা দিন, ভুল থেকে বাঁচান।" টানা ৭ দিন এই সাধনা করলে মানুষ নিজের অনুভূতির ভেতর স্পষ্ট পরিবর্তন টের পায়। ভয় কমে, চিন্তা পরিষ্কার হয়, বাস্তবতা বোঝার ক্ষমতা বাড়ে।

অধ্যায় ৭: জিন ও মানুষের সমান্তরাল অবস্থান—একই জায়গা, ভিন্ন স্তর

কুরআন যখন বলে, জিন তোমাদের দেখে কিন্তু তোমরা তাদের দেখো না, তখন এটা শুধু ভয় দেখানোর কথা না। এটা বাস্তবতার গঠন সম্পর্কে একটি গভীর ইশারা। এর মানে জিন ও মানুষ একই স্থানে অবস্থান করলেও

বাস্তবতার স্তর আলাদা। আপনি যে ঘরে বসে আছেন, সেই ঘরেই হয়তো আরেকটি সত্তা আছে, কিন্তু আপনার চেতনার সীমাবদ্ধতার কারণে আপনি তাকে অনুভব করতে পারছেন না। এই বিষয়টা বুঝলে Parallel Reality আর রহস্য থাকে না। এটা তখন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে যায়। যেমন রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি—একই জায়গায় অনেক সিগন্যাল থাকে, কিন্তু আপনি শুধু যেটাতে টিউন করেন সেটাই শুনতে পান। মানুষও ঠিক তেমন। চেতনা যে স্তরে টিউন করা, মানুষ শুধু সেই বাস্তবতাই অনুভব করে। ইসলাম এখানেই মানুষকে সতর্ক করে—সবকিছু দেখছো না বলে সবকিছু নেই ভাবা ভুল।

অধ্যায় ৮: মৃত্যু—শেষ না, বাস্তবতার দরজা বদলানো

মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায় কারণ সে মনে করে মৃত্যুর মানে সব শেষ। কিন্তু ইসলাম এই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। মৃত্যু মানে ধ্বংস না, মৃত্যু মানে স্থানান্তর। দেহ এই দুনিয়ায় পড়ে থাকে, কিন্তু চেতনা ও রুহ অন্য বাস্তবতায় প্রবেশ করে। আপনি এখন যেমন অনুভব করেন, যেমন ভয় পান, যেমন আশা করেন—মৃত্যুর পরেও সেই চেতনার ধারাবাহিকতা থাকে।

এই কারণেই মৃত্যুর পর মানুষ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, আনন্দ বা কষ্ট অনুভব করে। বাস্তবতা তখন বদলায়, কিন্তু অস্তিত্ব শেষ হয় না। Parallel Reality-এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ এখানেই—মানুষ এক বাস্তবতা থেকে আরেক বাস্তবতায় প্রবেশ করে, ঠিক যেমন ঘুম থেকে জাগা, বা জাগা থেকে ঘুম।

অধ্যায় ৯: কেন সবাই দুই বাস্তবতা অনুভব করতে পারে না

সব মানুষ এক ধরনের অভিজ্ঞতা পায় না, কারণ সব মানুষ এক ধরনের প্রস্তুতিতে নেই। ইসলাম বলে, গুনাহ অন্তরকে ভারী করে, অহংকার চোখ বন্ধ করে দেয়। যার অন্তর ভারী, সে শুধু দুনিয়ার বাস্তবতা দেখতে পায়।

যার অন্তর পরিষ্কার, সে ইশারা বুঝতে পারে। এই পার্থক্য ক্ষমতার না, এই পার্থক্য অবস্থার।

অনেকে ভাবে, এই বিষয়গুলো জানলে মানুষ আলাদা হয়ে যাবে। না। বরং মানুষ আরও নরম হয়, আরও সাবধান হয়। কারণ সে বুঝতে পারে—সে একা না, এই দুনিয়াই সব না, তার প্রতিটি কাজের প্রভাব একাধিক বাস্তবতায় পড়ে।

<u>অধ্যায় ১০:</u> আপনি এখন কোন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছেন

এই ভিডিও শেষ করার আগে নিজেকে একটি প্রশ্ন করুন। আপনি কি শুধু এই শরীর? নাকি আপনার ভেতরে এমন কিছু আছে, যেটা আরও গভীর সত্য খুঁজছে? যদি এই প্রশ্ন আপনাকে ভয় না দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেয়, তাহলে বুঝবেন—আপনি জাগতে শুরু করেছেন। জাগ্রত হওয়া মানে সবকিছু জানা না, জাগ্রত হওয়া মানে নিজেকে সীমিত না ভাবা।

ইসলাম মানুষকে ভয় দেখিয়ে থামায় না, ইসলাম মানুষকে বুঝিয়ে সাবধান করে। আপনি যদি জানেন—আপনি একাধিক বাস্তবতার যাত্রী—তাহলে আপনি কথায়, কাজে, নিয়তে আরও সতর্ক হবেন। আর এই সতর্কতাই একজন মানুষকে সত্যিকারের মানুষ বানায়।

<u>শিক্ষণীয় উপসংহার</u>

ইসলাম কখনো মানুষকে সীমাবদ্ধ করেনি। বরং বলেছে—জানো, বোঝো, কিন্তু আল্লাহর সীমার ভেতরে থেকো। Parallel Reality মানে ভয় নয়, বরং দায়িত্ব। যে বুঝে, সে সাবধান হয়। যে জানে, সে অহংকার করে না। সত্যিকার জ্ঞান মানুষকে নত করে।

রুহ ও চেতনা রিলেটেড মেগাক্লাস এডভার্টাইসমেন্ট– ১২টি টপিক

১. রুহ ও চেতনার স্তরভেদ

২. স্বপ্নের ইসলামিক কোড

৩. কবরের জীবন্ত বাস্তবতা

৪. জিন-মানব সমান্তরাল অবস্থান

৫. দেজাভু ও রুহানী স্মৃতি

৬. চেতনা পরিশুদ্ধির ৭ দিনের পদ্ধতি

৭. লাওহে মাহফুজ ও বাস্তবতার নকশা

৮. সময় কি বাস্তব নাকি অনুভূতি

৯. মৃত্যু পরবর্তী চেতনার যাত্রা

১০. অন্তরের পর্দা কীভাবে সরে

১১. রুহানী ভয় ও তার চিকিৎসা

১২. কুরআনের গায়েবি বাস্তবতা

Tilismati Duniya'র আরও ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। অসংখ্য ফ্রি PDF বই পড়তে, ফ্রী মেগাক্লাস ও পেইড মেগাক্লাস করতে ভিজিট করো: tilismati-duniya.com ওয়েবসাইট

সমাপ্ত

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

“যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।”

(সূরা বাকারা: ২৬১)

“যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।”

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 01890261223৫

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732